R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার এবং সুদক্ষ
সার্ভিস সেন্টার
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ৫৩)

৭৮শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে কার্তিক বুধবার, ১৩৯৮ সাল
৬ই নভেম্বর ১৯৯১ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

আগাম জামিন পেয়েও সর্ব্বেশ্বরকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি সিদ্ধিকালী গ্রামে নিহত কালীয় মালের স্ত্রী অঞ্জলি বি-জে-পি-র জনৈক সংগঠক সর্ব্বেশ্বর ও তাঁর ভাই পরমেশ্বর সহ আরও ৮ জনকে আসামী বলে অভিযোগ করে। এঁরা ১০ জনই কৃষ্ণনগর থেকে আগাম জামিন নিয়ে আসেন। কিন্তু আগাম জামিন পেয়েও সর্ব্বেশ্বর পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন বলে বি-জে-পি সূত্রে জানা যায়। বি-জে-পির পক্ষ থেকে এস-ডি-ও ; এস-ডি-পি-ওর কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয় যে সি-পি-এম সর্ব্বেশ্বরকে ধরে একেবারে শেষ করে দেবার জন্য পুলিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। বহরমপুরের সি-পি-এম নেতা মানব সাহার হত্যাকারীকে যে ভাবে গুলি করে পুলিশ হত্যা করে ঠিক সেই রকম ভাবেই সর্ব্বেশ্বরকে সরিয়ে দিতে পরিকল্পনা চলছে। উল্লেখ্য এই সর্ব্বেশ্বর ও কালীয় এককালে সি-পি-এম নেতা অনিল মুখার্জীর দুই হাত ছিল। তাই কালীয়র মৃত্যুর পর অনিল মুখার্জীও নাকি নিজেকে বড় অসহায় ভাবছেন। আরো জানা যায়—বিজেপির পক্ষ থেকে গ্রাম ছাড়া সর্ব্বেশ্বরের পরিবারসহ কয়েকজনকে গত ৩১ অক্টোবর সিদ্ধিকালী গ্রামে পৌঁছে দিয়ে এলেও সর্ব্বেশ্বরকে পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েই থাকতে হচ্ছে।

বি-জে-পি সাংসদের গঙ্গা ভাঙন পরিদর্শন

ফরাক্কা : গত ২৯ অক্টোবর লোকসভার নির্দেশে বি-জে-পি সাংসদ গোমনলাল লোধা গঙ্গা ভাঙন পরিদর্শনে ফরাক্কা ধুলিয়ান প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে গেলেন তাঁর সঙ্গে আসেন কবীন্দ্র পুরকায়স্থ। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক পরেশ দত্তও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বলে জানা যায়। এই দলটি জাফরগঞ্জ, নয়নসুখ, অর্জুনপুর, বেনিয়াগ্রাম এবং ধুলিয়ান পুর এলাকা প্রদক্ষিণ করে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ ভাঙনে ফরাক্কা ব্লকেই ২০।২৫ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছেন এবং হাজার হাজার বিঘা লিচু ও আমবাগান গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে অধিবাসীদের সর্বস্বান্ত করেছে। কিন্তু এত বিশাল ক্ষয়ক্ষতি দেখেও কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরে সাহায্যের পরিমাণ অপ্রতুল। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ পার বাঁধানোর টেণ্ডার নিয়েও (জেনারাল/ওয়ার্ক-ই-২৫৫-৪-৩৯৮(৪) তাং ১৬-২-৮৯ কোন কাজ করাননি। গত বছরে ৫০০ মিটারের মধ্যে ২০০ মিটার পার বাঁধানো হয়। অর্জুনপুর, ধুলিয়ানে সামান্য কিছু কাজ করেন গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ সংস্থা। ধুলিয়ান পৌরসভার ইঞ্জিনীয়ার গৌরাঙ্গ ভকত বলেন রাজ্য (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

ঘাট বন্ধ রেখে বিল পাশের চেষ্টা

আহিরণ : ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের অন্তর্গত জঙ্গীপুর ব্যারেজ ডিভিসনের অধীনে ফিডার ক্যানেলে পারাপারের আমুহা খেয়াঘাট সম্পূর্ণ বন্ধ হবার প্রতিবাদে নভেম্বরের শুরুতে সতি থানার অন্তর্গত বাশেমনগর অঞ্চল ও মহেশাইল অঞ্চলের পাঁচ ত্রিশটি গ্রামের প্রতিনিধিরা, ডেপুটেশন দেন জঙ্গিপুর ব্যারেজের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে বলে খবর। দীর্ঘদিন থেকে এই খেয়াঘাটটি নাকি আর-এস-পি-র লোকজনের কলকাঠিতে বন্ধ হয়ে আছে। ফলে অসহনীয় দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে হাজার হাজার মানুষকে। জঙ্গীপুর ব্যারেজ ডিভিসন ঘাট চালাতে সক্ষম ও অভিজ্ঞ ইজারাদারদের টাকা প্রদানের মাধ্যমে এই ঘাট ইজারা দেন। বিনিময়ে ঘাট পারাপারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট সংখ্যক নৌকা, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি শর্ত ইজারাদারেরা মানতে বাধ্য থাকেন। দীর্ঘদিন সুষ্ঠুভাবে ঘাট চলার পর, বাসুদেবপুর কোঅপারেটিভ নামে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

রেলষ্টেশনে বুকিং ক্লার্ক নেই

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমা শহরের রেলষ্টেশন জঙ্গিপুর রোড কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ যাবার পথে একটি জরুরী রেলষ্টেশন। এখানে ২৫টি রিজার্ভেসন কোটা আছে এবং প্রতিদিন বুকিং কাউণ্টারে প্রায় আড়াই লাখ টাকা কালেকশন হয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এখানের একমাত্র বুকিং ক্লার্ককে গত ৩ নভেম্বর মালদার ডিভিসন অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে মালদায় কাজে যোগদান করানো হয়। এবং জঙ্গিপুরকে জানানো হয় সেখানে কোন বুকিং ক্লার্কের প্রয়োজন না থাকায় আর বুকিং ক্লার্ক দেওয়া হবে না। এদিকে যাত্রীসাধারণের অভিজ্ঞতা—বৃদ্ধ ষ্টেশনমাষ্টারের পক্ষে একা বুকিং কাউণ্টার ম্যানেজ করা দুরূহ হ'য়ে পড়ছে এবং যাত্রীদের হয়রান হ'তে হচ্ছে। বিশেষ প্রয়োজনে ষ্টেশনে ফোন করেও কাউকে ফোনে না পাওয়ায় যাত্রীদের প্রয়োজন মেটাতে অগত্যা ৩ মাইল দূরে ষ্টেশনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিদেশী মালে ভর্তি ট্রাক ধৃত

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১ নভেম্বর রাত ২টো নাগাদ স্থানীয় পুলিশ কলকাতাগামী একটি লরীকে (ডাব্লু-এম-কে-৩৩৪৯) উমরপুরে আটক করে। ২৪০ বস্তা ভুঁসি বোঝাই এই লরীতে ভুঁসির বস্তার মধ্য থেকে ১২ বস্তা দারচিনি এবং চীন দেশের তৈরী প্রচুর অত্যাধুনিক (শেষ পৃষ্ঠায়)

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় পণ্ডিতের বাগানের উত্তরে পূর্ব-পশ্চিম দৈর্ঘে এক সঙ্গে বা দু'কাঠা প্লট অনুযায়ী জায়গা বিক্রী করা হবে। দক্ষিণে প্লট বরাবর চার ফুটের একটি রাস্তা ছাড়া আছে। যোগাযোগ করুন।

সনৎ ব্যানার্জী, রিটায়ার্ড পোষ্ট মাষ্টার
রঘুনাথগঞ্জ, ফাঁসিতলা

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৯৮ সাল

বাঙ্গালীর দীপান্বিতা কালীপূজা

বাঙ্গালীর মাতৃপূজা বড় অপরূপ। শরতের শুক্লা তিথির সপ্তমী হইতে দশমী বাঙ্গালীর আরাধিতা জননী দুর্গা, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যময়ী, উজ্জ্বল গৌরবরণী, অসুরদলনী। শুক্লাতিথির পরিপূর্ণতায় রুদ্রাণীর উগ্ররূপ পরিবর্তিত হয় শান্ত সমাহিত চিত্ত মহালক্ষ্মী মূর্তিতে কোজাগরী পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে আলোকিত মহালগ্নে। ধীরে ধীরে শুক্লাতিথি হয় অস্তমিত; নামে অমানিশা। সেই অমাবস্যার রজনীতে মহাঘোর তমিস্রায় আবরিত করে ধরিত্রীকে। বাহিরের মহান্ধকারেও বাঙ্গালীর অন্তরে কৃষ্ণবর্ণা, অগ্নিপ্রভা, জ্যোতির্ময়ী মহাকালী। তিনি মহাশ্মশানে নৃত্যরতা, অশুভ শক্তিকে পরাভূত করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত সন্তানকে দান করেন বরাভয়। আনন্দের উন্মাদনায় মাতৃচরণাশ্রিত সন্তানেরা মায়ের আবাসকুল এই ধরিত্রীকে সুসজ্জিত করে দীপালোকমালায়। লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করী মহাকালীর আরাধনায় আত্মমগ্ন বাঙ্গালী হৃদয় মহাকালীর ভীষণতার মধ্যে অনুভব করে শান্ত স্নিগ্ধ জননীর মাতৃ হৃদয়ের স্নেহময় স্পর্শ। এই মাতৃ আরাধনার ক্ষেত্রে সকল বর্ণের সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে সেই প্রাচীন কাল হইতে। এই আরাধনায় কোন ছুঁৎমার্গ নাই, নাই উচ্চ নীচের ভেদাভেদ। সকল বর্ণের সকল মানুষের ভক্তির অর্ঘ্য মাতৃচরণে সাদরে বিনা বাধায় গৃহীত। বিশেষ করিয়া মহাকালীর পূজার অঙ্গনে শুচি অশুচি কোন ভেদও নাই। মহাশ্মশানের মত অশুচি স্থানেও মায়ের মহানন্দে অবস্থান। সন্তান সেই অশুচি শ্মশানেই মাকে অর্চনা করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে। দীপাবলীর রোশনাই শুধু যে বাহির বিশ্বের অন্ধকার দূরীভূত করিতেছে তাহাই নহে এই আলোক মানুষের অন্তরের কালিমা দূরীভূত করিয়া, অজ্ঞানতার অন্ধকারকে নির্বাসন দিয়া জ্ঞানের জ্যোতিতে অন্তর ভরিয়া তুলিতেছে। এই চিন্তার দ্যোতক হিসাবেই পালিত হইতেছে দীপান্বিতা। মহাশক্তির এই সাধনায় পুরাকালে বাঙ্গালী সিদ্ধিলাভ করিয়া ছুঁৎমার্গ, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ জয় করিয়া সকল মানুষকেই

একটু ভাবুন কমরেড

সাধারণ ভাবে বিচার করলে ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্রে সর্বভারতীয় দল বি জে পির কোন লোকাল কমিটির নেতার পদত্যাগ বা স্বেচ্ছা অবসর সংবাদ পত্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর হতে পারে না। তবুও চিত্ত মুখার্জী জঙ্গিপুরের রাজনীতির খবর হলেন। কারণ এখানকার বি জে পি রাজনীতিতে তার প্রবেশ, স্থিতি ও প্রস্থান বেশ নাটকীয়। যখন সি পি এমের বিজয় রথের তলায় এখানকার ব্যক্তি কংগ্রেস ভূলুণ্ঠিত, দলের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত এস ইউ সি। যখন রাজনৈতিক ময়দানে ওয়াক ওভার নিয়ে ম্যাচের পর ম্যাচ জিতে চলেছে সি পি এম। ঠিক তখন বিরোধী দল হিসেবে মাঠে নামলো বি জে পি। অল্প দিনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ তথা আশপাশ অঞ্চলের অরাজনৈতিক মানুষের একটা বড় অংশ ঝুঁকলো বি জে পির দিকে, তাদের কিছু স্পর্শকাতর শ্লোগানের অংশীদার হিসেবে। রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরে বি জে পির উত্থানে চিত্ত মুখার্জীর অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই তাঁর পদত্যাগ নিয়ে এত আলোচনা সমালোচনার ঢেউ। কেউ বলছেন অপরিপক্কতা, কেউ স্বভাবসিদ্ধতা, কেউ বা সুবিধাবাদী।

যে যাই বলুন, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এ পদত্যাগ স্বাভাবিক। কারণ চিত্তবাবু বহুদিন থেকে নানা দলের রাজনীতি করলেও সেই সব দলীয় নীতির সঠিক দার্শনিক মতবাদ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। রাজনীতি একটি বিশেষ শিক্ষা। অন্যান্য শিক্ষা অর্জনের মত একে অর্জন করতে সঠিক সাধনার প্রয়োজন। দরকার ধৈর্য্য, সংযম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আদর্শগত লড়াই'র মানসিকতা। এ লড়াইয়ে কখনও পরম সুখ কখনও চরম কষ্ট। চিত্তবাবু রাজনৈতিক লড়াই করেছেন ঠিকই কিন্তু সে লড়াইয়ে ছিল না দলগত দার্শনিক মানসিকতা। ফলে দুঃসময় কাটিয়ে ওঠা যা দীর্ঘদিন ধরে তার মোকাবিলা করার বজ্রকঠিন রাজনৈতিক মানসিকতা গড়ে ওঠেনি তাঁর চরিত্রে। সত্তর দশকে কংগ্রেস রাজনীতির অ-আ পাঠকেই তিনি ভেবেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পাঠ। সে সময় তত্ত্বগত লড়াই-র সুশিক্ষা না নিয়েই চিত্তবাবু প্রয়োগের দিকে ঝুঁকেছিলেন। অল্প বয়স, হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা, সামনে পিছনে স্তাবকদের স্তাবকতা—সব মিলিয়ে ক্ষমতার দর্পে অন্ধ। হালকা জনপ্রিয়তার খেলায় মেতে ব্যক্তিসত্তা ও আমিত্ববোধকে প্রাধান্য দেবার সহজ পাঠ রপ্ত করতে থাকলেন। নামের মোহে চোরাবাজারী দমনের নামে আজ রঘুনাথগঞ্জ কাল ধুলিয়ানের ব্যবসাদারকে অপদস্থ করেছিলেন নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে। তত্ত্বগত রাজনৈতিক বিরোধীতার বদলে রঘুনাথগঞ্জের বুকে তিনিই প্রথম রাজনীতির জামার হাত গুটিয়ে বাহুবল প্রদর্শনের ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছিলেন। আর আজকে নাকি হিংসার রাজনীতি থেকে পরিবার পরিজনের সাথে নিজেকে রক্ষা করার জন্যই তার স্বেচ্ছা অবসর।

আসলে চিত্তবাবু নড়বড়ে ভিতের চকচকে বাড়ীর মতন রাজনৈতিক চটক রপ্ত করার অরাজনৈতিক সহজ পদ্ধতিগুলি রপ্ত করেছিলেন শুরু থেকেই। দলের থেকে ব্যক্তি চিত্ত মুখার্জীকে আলাদা করে প্রকাশ করার পুরোনো ঝোঁক চলে (৩য় পৃষ্ঠায়)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

সি আই এর অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে

আমি সুদীপ গুহ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সি, আই। আপনাদের কাগজে যে সংবাদ ছাপা হয়েছে তা পড়ে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি। কারণ আমার জণ্ডিস হওয়ার দরুণ আমি জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২১ তারিখ পর্যন্ত অফিসে ছিলাম না ঠিকই কিন্তু এ খবর আমি যথাসময়ে অফিসে জানিয়ে দিয়েছিলাম। চাকরীতে যোগদানের পর যে দুইটি Society Loan (credit limit) apply করেছিল তা যথাসময়ে আমি forward করেছি। এছাড়া আমাদের ব্লকে দশটি society-র মধ্যে পাঁচটি non-functioning। কোন কাজকর্ম সেখানে হয় না। আমি অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু করা সম্ভব হয়নি।

সুদীপ গুহ
সমবায় সমূহের পরিদর্শক
(রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক)

সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে পারিয়াছিল। শক্তি সাধনার ফল যুগে যুগে এই জাতিকে ভীরুতা কাটাইয়া শক্তিমান করিয়া গঠন করিয়াছিল। সেই দিকে লক্ষ্য করিয়াই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন—বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে। দীপান্বিতার মহাক্ষণে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে আমরাও লক্ষ কণ্ঠে আবার যেন বলিতে পারি—আমাদের সমাজের দেশের চারিদিকে সকল অন্ধকার বিদূরিত হউক, সহস্র দীপের আলোকে ভীরুতা কাপুরুষতা মুছিয়া যাউক।

নব মহাভারত

(আদিপর্ব)

মহামুনি বৈশম্পায়ন পাঠ করিতেছেন, দুর্মুখ বহু মুনি ঋষি শ্রবণ করিতেছেন।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
পাঠকরে বৈশম্পায়ণ শুনে পুণ্যবান।

সততা দেখাতে ভীষ্ম সে যুগ দ্বাপরে,
সকল হারায়ে মরে শরশয্যা পরে।
মৃত্যুকালে হইল তাঁর চৈতন্য উদয়,
জোড় হস্তে কহে শোন কৃষ্ণ দয়াময়।
জন্মিয়া কলিতে যেন এ ভুল না হয়,
পদপ্রান্তে রহি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
অর্থ অনর্থের মূল এই মিথ্যা কথা,
আর যেন নাহি ভাবি ঠাকুর বিধাতা।
দু'হাতে লুটিতে যেন পারি টাকাকড়ি,
লক্ষ্য মোর লক্ষ যেন অবহেলে তরি।

এহেন সময়ে ঠাকুর কৃষ্ণের অগ্রজ হলধর বলদেব সভাস্থলে সমুপস্থিত হইয়া ভীষ্মের সম্বন্ধে ঐসব অসত্য উক্তি শুনিয়া উগ্রমূর্তি ধারণ করতঃ বৈশম্পায়নের অভিমুখে রক্ত চক্ষু উন্মোচিত করিয়া শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে বৈশম্পায়ণ মৃদুমৃদু হাস্য করিতে করিতে কহিলেন—তিষ্ঠ তিষ্ঠ হলধর। তোমার ও রক্তচক্ষু সংবরণ কর। উহা হেরিয়া আমার মনে ভীতির সঞ্চার হইতেছে না বরং হাস্যের উদ্রেক হইতেছে। দিব্যচক্ষে আমি দেখিতেছি তোমার কাল শেষ হইয়াছে। কলি প্রবেশ করিয়াছে এই যুগে আবার কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ, পিতামহ ভীষ্ম কলিতে নবরূপ ধারণ করিবেন। এ যুগে সততা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের যে দুর্গতি হইয়াছে তাহা অবধারন করিয়া কলিতে তাঁহারা আর সেই ভুল করিবেন না। মনের আনন্দে নানা অনীতি আশ্রয় করিয়া অর্থ কৌলিন্য ও প্রশাসনে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। হে রোহিণী নন্দন আমি তোমাকে দিব্যচক্ষুদান করিতেছি। সম্মুখে দৃষ্টিপাত কর। হের যুগচক্র আবর্তিত হইতেছে। কলির মধ্যভাগ, পূর্ব ভারতের ভাগীরথী তীরে অপূর্ব নগরী অবলোকন কর। নাগরিকগণের খাদ্য বস্ত্র রন্ধন সামগ্রীর ভারপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তিকে চিনিতে পারিতেছ কি? উত্তমরূপে হের। এবার চিনিলে উনি তোমার অগ্রজ সর্ব গুণের গুণনিধি ঠাকুরের ঠাকুর। দ্বাপরে বহু কীর্ত্তি করিয়া তিনি স্বনামধন্য হইয়াছিলেন। এই ঘোর কলিতেও তিনি সর্ববিদ্যা বিশারদ, আত্মজনের মনের মত, পেয়ারের ঠাকুর। তাঁহার সিংহাসন রক্ষা করিয়া মহানাদে প্রণবচক্র আবর্তিত।

হের প্রণবচক্র মধ্যে পরিকরগণ অহোরাত্র পরিক্রমণ করিতেছেন। বিভিন্ন খাদ্যবস্তু নিজ নিজ উদরে প্রবিষ্ট করাইয়া উদর স্ফীত করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিত হাস্যে তাহাদের উল্লম্ফন হেরিয়া স্মিত হাস্যে তাহাদের উৎসাহিত করিতেছেন। পিতামহ ভীষ্ম নব কলেবরে ঠাকুরের মহৎ কার্যাবলীর দর্শন করিয়া তাঁহার চরণাশ্রিত হইয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দ্বাপরের সততার ভুল সংশোধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। দ্বাপরে সততা দেখাইতে গিয়া তিনি যে সর্বহারা হইয়া, রাজত্ব ত্যাগ করিয়া, 'অর্থম অনর্থম্' ভাবিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহার সংশোধনে মনোনিবেশ করিয়া আত্মসুখ উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি সততাকে দূরে ফেলিয়া কলির ভাবগত দুর্নীতির পূজারী হইয়া প্রণবচক্রের মধ্যমণি হইয়া ওঁ ওঁ রবে দিক প্রকম্পিত করিয়া মধ্যে মধ্যে 'জয় ঠাকুর' ধ্বনি দিতেছেন। সে যুগের লক্ষ্য পরিবর্তন করিয়া লক্ষের দিকে ধাবিত হইতেছেন। তাঁহার লক্ষ্য 'লক্ষ' অধিগত হইয়া প্রাসাদ হইতেছে, অর্থ কৌলিন্য বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি তথায় গ্রামে গ্রামে বার্তা পাঠাইতেছেন—খাদ্য ও আহারের দায়িত্ব প্রাপ্তাধিকারীগণ, যে যেমন পার পূজার সামগ্রী এখানে পাঠাও। নহিলে তোমাদেরও ক্ষমতাচ্যুত হইতে হইবে। এ কলি যুগ। এ যুগে যে করিবে পুণ্য তাহার ভাণ্ডার হবে শূণ্য। সিংহাসনে আবার ঠাকুর, পরম পুরুষ ভীষ্মের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া মহাবাণী উচ্চারণ করিলেন—দাও, দাও, যাহার ঘরে যাহা আছে দাও। দেখিতে পাইতেছ দেবরাজ ইন্দ্র শক্তির দম্ভ আমাকে অস্বীকার করায় তাঁহার দেবত্ব কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে অতএব.....। তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত কাঁসরের ঝংকার শ্রবণ কর হে বলদেব।

"শুন ওহে মধুকর বৃন্দ,
আমার ভাণ্ডারে আছে তোমা
সবাকার ঘরে,
তোমরা খুলিলে মুঠি ভাণ্ডার
অক্ষয় হবে,

একটু ভাবুন কমরেড

(২য় পাতার পর)

আসছিল তার ভাষণে, চলনে, বলনে, আচরণে। খোলা মাঠে মাইকের সামনে এমন বক্তব্য রাখছিলেন যেন বি জে পি নয়, ব্যক্তি চিত্ত মুখার্জী চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন সি পি এম-কে, হুমকি দিচ্ছিলেন—মায়ের বদলা মায়ের। রাজনৈতিক মঞ্চে অরাজনৈতিক লড়াই এবং দলের থেকে ব্যক্তিসত্তা পৃথকের চেষ্টার কুফল এইটি। এই রকম ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক মানসিকতার ভিতের উপর দাঁড়িয়ে বি জে পির মত একটি ক্যাডারভিত্তিক রাজনৈতিক দলের পদ অলংকৃত করে কতদিন থাকতেন চিত্তবাবু?

—মিস মার্গারেট হেল্স

তব দণ্ড খণ্ড যত হয়ে একাকার
লক্ষ্য মোর লক্ষ পার হয়ে—
পূর্ণ হবে বাসনা আমার।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গেছে মোর রোষে,
তবু যদি নাহি কাটে মোহ ঘোর
তোমরাও করিবে সংবশে।

(আদিপর্বে 'নব মহাভারত সমাপ্ত)

পোলাটারিয়েট পরিকল্পনা

গজালো মগজে প্রমোদ কানন
কিসের বাধা কিসের বারণ

বিল পাশের চেষ্টা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি সংস্থার ব কলমে ইউ টি ইউ সির একজন নেতা ছলে বলে কৌশলে ঘাটটির ইজারা নেন। তার পর থেকেই অ-ব্যবস্থা চলতে চলতে ঘাটটি বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ। ঘাটটিকে চালু করার জন্য ব্যারেজ প্রশাসন ও মহকুমা শাসকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল আইন অনুসারে ঘাটটির ইজারা বাতিল করার। কিন্তু ইউ টি ইউ সির চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদকে ঘাটটি নিত অনুরোধ করেন (চিঠির নং Genl./Work/1৩/১/০৬০৫(3) Dt. 10-10-91। আরও জানা যায় ঘাট চালানোর কোন শর্ত পূরণ না করে, খেয়া পারাপার বন্ধ রেখেও ঘাটের অশান্তির মূল নায়ক ইউ টি ইউ সির জনৈক জগন্নাথ চৌধুরী নাকি বিভাগীয় অফিসে এসে ঘাটের বিল পাশ করানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন।

বুকিং ক্লার্ক নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকছে না। যাত্রী সাধারণের দাবী উর্দ্ধতন মহল এ সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি তদন্ত করে এখানে একজন বুকিং ক্লার্ক পোষ্টিং এর ব্যবস্থা করুন।

ভর্তি ট্রাক ধরা পড়লো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খেলনা পাওয়া যায়। ট্রাকটি শিলিগুড়ি থেকে আসছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ওত পেতে থেকে ঐ ট্রাকটিকে আটক করে বলে খবর। সমস্ত মাল কাষ্টমস্ এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। দারচিনির দাম ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ও খেলনাগুলির আনুমানিক দাম ৩৬ হাজার টাকা। ভুঁসিসহ সমস্ত মালের আনুমানিক দাম ৩ লক্ষ টাকার উপর বলে জানা যায়। ড্রাইভারসহ মোট ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গঙ্গা ভাঙন পরিদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারের কাজের চেয়ে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের কাজ অনেক ভাল হয়েছে। তাঁর মতে পাড় বাঁধানোর কাজ গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ সংস্থাকে দিয়ে না করিয়ে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে দিয়ে করানোই ভাল।

ধুলিয়ান পুরসভার কমিশনার সদাগর আলী ভাঙন রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে একটি স্মারকলিপি সদস্যের হাতে দেন। মাননীয় সদস্য ব্যারেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বিমলবন্ধু ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে লঞ্চে মালদার মানিকচক ঘাট পর্যন্ত ঘুরে দেখেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার সাংসদ শ্রীলোধকে মানচিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে বলেন—মরাকুশি ও বুলাকুশি নদীকে খাল কেটে সংযোগ করা হলে গঙ্গার স্রোতের বড় অংশ এই নদী পথে বইতে থাকবে এবং গঙ্গার ভাঙন শক্তি বেশ কিছুটা প্রতিহত করা সম্ভব হবে। মাননীয় সাংসদ মালদহের কালিয়াচক ব্লকের হীরনগর, চরবাবুপুর, পঞ্চানন্দপুর, মানিকচক প্রভৃতি এলাকা ঘুরে বন্যা দুর্গতদের অবস্থা সরজমিনে দেখেন। তিনি ধুলিয়ান পরিদর্শন করার সময় নাগরিক কমিটির পক্ষে অজিত সিংহ চোরাচালানে প্রশাসনের নগ্ন মদতের ব্যাপারে জোরালো প্রতিবাদ করেন। পৌর উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে 'ধুলিয়ান গঙ্গা' রেল ষ্টেশনটিকে তুলে এনে ডাকবাংলোর বি ডি ও অফিস সংলগ্ন এলাকায় স্থাপনের দাবী জানানো হয়। কেননা কিছুদিন থেকে বর্তমান রেল ষ্টেশনটি দুষ্কৃতদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে প্রতিনিয়ত বেপরোয়া ছিনতাই চলছে। আরও জানা যায় স্থানীয় বি জে পি থেকে চোরাচালান বন্ধ ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের দুর্নীতির ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার দাবী জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পরলোকে সম্পাদক

নিজস্ব ঃ গত ২৭ অক্টোবর রামপুরহাটের সাপ্তাহিক 'অগ্নিশিখা'র সম্পাদক সুশীল চ্যাটার্জী পরলোকগমন করেন। আমরা তাঁর মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত।

দীপাবলী উৎসব

ধুলিয়ান ঃ এখানে মহা ধুমধামে কাটল কালীপূজা এবং শুভ দীপাবলী উৎসব। ইয়াংস গ্রুপের আলোকসজ্জা শহরে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। সন্ধ্যের পর হাজার হাজার দর্শনার্থী জমা হতে থাকে পুজো মণ্ডপের চত্বরে। হরিসভা এ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রতিমা, মণ্ডপ এবং দৃশ্যপট সব চেয়ে সেরা। ঐ পূজা মণ্ডপের পরিবেশে রুচি এবং সৌন্দর্য্যের ছাপ, দর্শনার্থীদের খুব ভাল লাগে। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোবরা গ্রুপ শিব মন্দিরের পুজো। ভাইফোঁটার সন্ধ্যায় হরিসভা প্রাঙ্গণে হরিসভা এ্যাথলেটিক ক্লাবের পরিচালনায় এক বিচিত্রানুষ্ঠান হয়।

দীপাবলীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ

VIMAL® A RELIANCE PRODUCT

Siyaram's

বিমল ও সিয়ারামসের স্যুটিংস্-সার্টিংস্, শাড়ী ও ড্রেস মেটিরিয়ালসের অনুমোদিত ডিলার আপনাদের পরিচিত—
মহাবীর বস্ত্রালয়, ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ।
এছাড়া গোয়ালিয়র, ময়ূর ও অন্যান্য মিলের ধুতি, শাড়ী ও ছিটের বিক্রয় কেন্দ্র। আমাদের প্রতিষ্ঠানে আপনাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

বিনীত—
মহাবীর বস্ত্রালয়
ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ
ফোন নং ঃ আর জি জি ১০৭

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

SARMISTHA FINANCE LIMITED

রেজিঃ এবং হেড অফিস
দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—
এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

Centre for Career Development Courses

এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ—
১। কমপিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।

নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ
এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।